প্রস্তাবিত শহীদ মিনারের নকশা

# জাপানে শহীদ মিনার এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

দিনটি ছিল চলতি বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি। জাপানে বহুল প্রচারিত দ্বিমাসিক পত্রিকা পরবাস আয়োজিত মহান আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জাপানের সব রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল (২১ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান ২০ ফেব্রুয়ারি করার পেছনের কারণ সাপ্তাহিক ছুটি রোববার এবং পরের সপ্তাহে বাংলাদেশ দূতাবাসসহ সাংবাদিক-লেখক ফোরাম আয়োজিত একুশের অনুষ্ঠান)। দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতসহ অনেকের বক্তব্য, হাতে বানানো শহীদ মিনারের বেদীতে শ্রদ্ধাসহ পুষ্প অর্পণ, অবশেষে কিছু দেশের গান শুনে সারাদিনের ক্লান্ত দেহে প্রাণসঞ্চার করার জন্য বাড়ি ফেরার আগে কয়েকজন মিলে অনুষ্ঠানস্থলের কাছাকাছি একটি পানশালায় প্রবেশ করি। যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাপান জাতীয়তাবাদী দলের সভাপতি সবার মুরুব্বি বড় ভাই শেখ ওয়াজির আহমেদ, জাপান বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এমদাদ, জাপানে বিলুপ্ত মানচিত্র এবং বর্তমানে টেবলয়েড আড্ডা টোকিওর সম্পাদক প্রবীর বিকাশ সরকার, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নেসারুল ইসলাম, বৃটেন। বাংলাদেশ থেকে স্থাপত্য উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণকল্পে আসা মাসুম ইকবাল এবং শহীদ নামের একজন ভদ্রলোক। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল অনেক, বিশেষ করে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান শেষের আলোচনা বিধায় দেশ, রাজনীতি এবং আমাদের জাতীয় অর্জনগুলো ছিল বেশির ভাগ অংশ জুড়ে। বন্ধুসুলভ পরিবেশে আলোচনা বেশ প্রাণবন্ত ছিল। যেখানে বিএনপির সভাপতি ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত, সেখানে আলোচনা বা আড্ডা প্রাণবন্ত হতে পারে এটা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বাংলাদেশী ছাত্র মাসুম ইকবাল। অনেকক্ষণ ধরে প্রাণবন্ত পরিবেশে আলোচনা উপভোগ করে বললেন, জাপানে আপনারা আওয়ামী লীগ, বিএনপি, রাজনৈতিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন এতো মিল, একসঙ্গে বসতে পারেন, আড্ডা দিতে পারেন- তবে কেন জাপানে একটি শহীদ মিনার বানানোর চেষ্টা করেন না? মাসুমের প্রস্তাবটা আমাদের সবার কাছেই বেশ গ্রহণযোগ্য হলো। তার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বড় ভাই শেখ ওয়াজিরকে বললাম সুন্দর প্রস্তাব এবং কাজটা করা তেমন কঠিন নয়। কেননা, টোকিওতে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান 'বৈশাখী মেলা'। ইকেবুকুরো স্টেশনের পশ্চিম দিকে অবস্থিত 'নিশিগুচি কোয়েন' বা 'পশ্চিম দিকের উদ্যান'। এ উদ্যানের বড় আকর্ষণ 'ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি'। এখানে গত ৫ বছর যাবৎ অনুষ্ঠিত হয় 'বৈশাখী মেলা', তার আগের দুই বছর অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'বাংলাদেশ মেলা'। প্রায় সাত বছর প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে ইকেবুকুরো (Toshima city) তোশিমা কু-এর সম্পর্কের কারণে শহীদ মিনারের জায়গা চেয়ে আবেদন করা যেতে পারে। Toshima city তে অবস্থিত ইকেবুকুরো নিশিগুচির উদ্যানে জায়গা চেয়ে আবেদন করার মাধ্যম হিসেবে প্রস্তাব করা হয়। আমি, মেলা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ডা. আলীমুজ্জামানকে বিষয়টি নিয়ে মেলা কমিটির সভায় আলোচনার অনুরোধ করি। ইতিমধ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ লেখক ফোরাম আয়োজিত ভাষা দিবসের আলোচনা সভায় মাসুম ইকবাল তার বক্তব্যে সবার সামনে আবারও তার মনের আকাঙ্ক্ষা 'জাপানে শহীদ মিনার' স্থাপনের কথাটি উপস্থাপন করেন। যেখানে জাপানস্থ সব সংগঠন উপস্থিত ছিল। এরপর বেশ ধীরগতিতে অগ্রসর হতে থাকে শহীদ মিনার নিয়ে আলোচনা। এ আলোচনার কোথাও কোনো বক্তব্যে, কোনো কাজে দূতাবাসের উপস্থিতি বা আগ্রহ কিছুই ছিল না।

অবশেষে এলো ১৭ এপ্রিল। দিনটি ধার্য ছিল বৈশাখী মেলার আড়ম্বর অনুষ্ঠানের। প্রধান অতিথি রাষ্ট্রদূত। বিশেষ অতিথি Toshima city কর্মকর্তা মেয়র। মেয়রের বিশেষ কাজে ব্যস্ততা থাকায় ডেপুটি মেয়র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। মেলা কমিটি সাধারণ জনগণের সামনে রাষ্ট্রদূতের হাত দিয়ে ডেপুটি মেয়রকে শহীদ মিনারের একটি প্রতিকৃতি উপহার দেন যা এখনো শোভা পাচ্ছে মেয়রের কক্ষে। দেশ থেকে আগত বেশ কিছু স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব মেলায় উপস্থিত ছিলেন। এরা হলেন 'চ্যানেল আই'র শাইখ সিরাজ। এসেছিলেন জাপানের গাড়ি ব্যবসায়ী 'বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম' সংগঠনের আমন্ত্রণে। উদ্যেশ্য গাড়ি ব্যবসায়ীদের প্রাকবাজেটসহ বিভিন্ন দাবি বাংলাদেশের সাংবাদিক ডেকে গোলটেবিল আলোচনার মাধ্যমে বা সংবাদপত্রে লেখালেখির মাধ্যমে বা টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টিগোচর করা। আরো ছিলেন স্বনামধন্য লেখক ইমদাদুল হক মিলন, ছড়াকার কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল। তারা এসেছিলেন 'বিবেক সাহিত্য পুরস্কারে' পুরস্কৃত হয়ে বিবেকবার্তার কর্ণধার পিআর প্লাসিডের আমন্ত্রণে।

কথায় আছে 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'। শাইখ সিরাজও তাই। তিনি শহীদ মিনারের প্রতিকৃতি প্রদান, শহীদ মিনার স্থাপন বিভিন্ন আলোচনা শুনে মেয়রের একটি ইন্টারভিউ নেবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ব্যবস্থাও হয়ে গেলো। সঙ্গে গেলেন আলীম সাহেব। যা বাংলাদেশ চ্যানেল আইয়ের সংবাদে প্রচারিত হয়।

যেহেতু সাংবাদিক লেখক ফোরাম আয়োজিত ২১শের আলোচনা সভায় সব প্রতিনিধির সম্মুখে মাসুম ইকবাল আবার তার মনের আকাঙ্ক্ষা শহীদ মিনার স্থাপনের কথা বললেন, সেই হিসাব মতে সাংবাদিক লেখক ফোরাম শহীদ মিনার স্থাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে ৫ জুন। সে আলোচনায় জাপানের সব প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আলীম সাহেবের কিছু অসংলগ্ন কথা অনেকের কাছেই দৃষ্টিকটু লাগে। আলীম সাহেবের মেলা কমিটির তৎপরতায় শহীদ মিনার প্রকল্প বেশ কিছুদূর এগিয়েছে। এটা মুখে মুখে শোনা যাচ্ছিল। যার প্রেক্ষিতে উপস্থিত সবারই বক্তব্য এক ধরনের হয়। যেমন এগিয়ে যাওয়া কাজ আরো সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য সবার প্রসারিত হাত একসঙ্গে হওয়া উচিত। কিন্তু আলীম সাহেব সে সভায় কাজের অগ্রসরতার কোনো ভালো দিক তুলে ধরেননি। উনি বললেন, আগামী ১১ জুন ডা. আলীম সাহেবের ডাকা মিটিংয়ে বিস্তারিত জানাবেন। এলো ১১ তারিখ, আমন্ত্রিত সবাই উপস্থিত। জনাব আলীম বক্তব্যের মাধ্যমে জানান দিলেন উনি আজ বলবেন। সবাই শুনবেন। সবাই ভাবছিলেন সুসংবাদ যখন শুনবো, একটু ধৈর্য ধরে তার বক্তব্য কিছুক্ষণ শ্রবণ করি। কিন্তু সবাই কি শুনলো তার কাজের কি ফলাফল দিলেন? কিছুই না। তিন পুরুষের কাহন শোনালেন। তার অবুঝ মেয়েটির স্বপ্ন শোনালেন (যা প্রথম আলো ২৪ জুন 'অন্য আলোয়' প্রকাশিত), কিছু ছবি (পারিবারিক) প্রদর্শন করলেন। পরিশেষে বললেন, আমাদের হাতে কিছুই নেই সবকিছু দূতাবাসের হাতে। এবার প্রশ্ন দূতাবাস এলো কেথেকে? তাদের কর্মকাণ্ড কি? জানা গেল, প্রধানমন্ত্রী আসছেন জাপান সফরে। উনি শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। ডা. আলীম ১৭ জুন দেশে গেলেন, পত্রিকায় কথা বললেন, টিভিতে নিজের চেহারা দেখালেন। দাবি করলেন, সবকিছুর মূল ডা. আলীম। জাপানের সভায় সবার সামনে বললেন, আমাদের হাতে কিছুই নেই। দেশে যাবার আগে প্রচার করে গেলেন, Toshima City ইকেবুকুরো পার্কে শহীদ মিনার স্থাপনের জন্য জায়গার অনুমতি দিয়েছে। কোনো মহৎ কাজে প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে সরলভাবে কাজ করে গেলে সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য হওয়া যায়। এখানে উদারতার পরিচয় দিয়েছে বিএনপি, আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দল, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন। সবার মাঝে শহীদ মিনার প্রশ্নে একাত্মতা ছিল বলে কাজটি সম্ভব হয়েছে। আজ জাতির প্রশ্নে যদি দুটি রাজনৈতিক দলে মতভেদ থাকতো তবে একজন ডা. আলীম বা একটি মেলা কমিটি কখনই এতো বড় কাজ হাতে নিতে পারত না। এবং শুধু বাংলাদেশীদের তৎপরতাই নয়, শহীদ দিবসটি বর্তমানে 'আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস' যা ইউনেস্কো দ্বারা স্বীকৃত, জাপান নিজেও যে স্বীকৃতিতে স্বাক্ষর করেছে।

দূতাবাস তার কার্যকলাপ কিছুটা গোপন রাখছে। ১২ জুলাই প্রধানমন্ত্রী আসবেন জাপান সফরে। তাকে দিয়ে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের বিশেষ আয়োজন চলছে। দূতাবাসের উচিত, দলমত-নির্বিশেষে সবার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সুন্দর একটি অনুষ্ঠান করা। সবাইকে অন্ধকারে রেখে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সুন্দর ও সার্থক কখনোই হবে না। বরং হিতে বিপরীতও হতে পারে। দেশের সম্মান-মর্যাদা না বেড়ে অসম্মানও হতে পারে।

*প্রতি বছর এখানেই মিলিত হন প্রবাসী বাঙালীরা*

**ছালেহ মোঃ আরিফ**
**সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী লীগ,**
**টোকিও, জাপান**